ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

20 YEARS
Together against Corruption

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

- স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- জনগণের মধ্যে সুশাসনের চাহিদা গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে
- গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, নিরপেক্ষতা, সকলের সমান অধিকার চর্চা করে
- কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে কাজ করে না
- সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়
- গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে
- পাঁচটি মূল কর্ম-খাত: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি ও জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
- উল্লেখিত খাতগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে
- টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দেশের ৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলায় সক্রিয়

এক নজরে সনাক

২০০১-০৪: পাইলট ভিত্তিতে ৬টি সনাক গঠন

২০০১-০৯: সনাক ও ইয়েস গ্রুপের সংখ্যা ৩৬ এ উন্নীত

২০০৯-১৬: সারাদেশে ৪৫টি সনাক ও ৫৮টি ইয়েস গ্রুপ সক্রিয়

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন খাত/প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিআইবি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করছে। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য টিআইবি গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সনাক ও সনাকের সহযোগী হিসেবে স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন) এবং সনাক সংশ্লিষ্ট তরুণদের নিয়ে গঠিত ইয়েস (ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট) গ্রুপ ও ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ। টিআইবি বিভিন্ন সামাজিক জবাবদিহিতা কৌশল ব্যবহার করে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

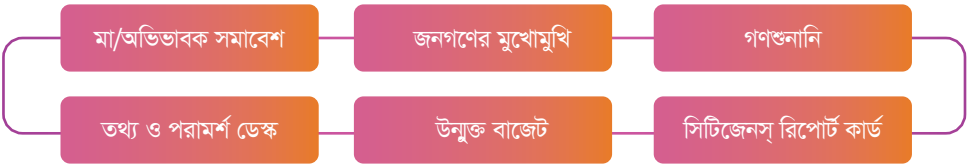

স্থানীয় পর্যায়ের ইয়েস সদস্যদের তথ্যসেবা গ্রহণ করে অনেকেই সহজে ও হয়রানি ছাড়া সরকারি সেবা লাভে সমর্থ হয়েছেন। ইয়েস সদস্যদের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের আবেদনের মাধ্যমে নিজ অধিকার আদায় করেছেন বা ঘুষের টাকা ফেরত পেয়েছেন অনেক স্থানীয় নাগরিক। সনাক এলাকায় অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সকল নির্ধারিত খাতে নাগরিক সনদ/ তথ্যবোর্ড/ অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সনাক-ইয়েসের কর্ম-তৎপরতায় সুশাসনের উন্নতি ঘটেছে তাদের উদাহরণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের সামাজিক জবাবদিহিতার কর্মসূচি প্রবর্তনের জন্য টিআইবি'র কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

শিক্ষা

- শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি;
- ঝরে পড়ার হার হ্রাস;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'নীতি শিক্ষা' অন্তর্ভুক্তিকরণ;
- মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যাপারে মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক সমাবেশে নীতিবাক্য পাঠ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই হিসেবে 'বর্ণমালায় নীতিকথা'- র অন্তর্ভুক্তিকরণ;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়করণ ও কমিটিতে নাগরিক প্রতিনিধি নিশ্চিতকরণ;
- 'অভিভাবক-শিক্ষক সংগঠন' সক্রিয়করণ;
- 'সক্রিয় মা কমিটি' গঠন ও সক্রিয়করণ;
- নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত আদায় বন্ধ ইত্যাদি।

স্থানীয় সরকার

- জনগণের অংশগ্রহণে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা;
- জনগণের উপস্থিতিতে ও তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;
- 'জনগণের মুখোমুখি' কার্যক্রমের কার্যকরতা সনাকের আওতা বহির্ভূত অন্য প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ;
- এক বছরের বেশি সময় ধরে বঞ্চিত ভিজিডির উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের ভিজিডি সুবিধা প্রদান;
- সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সনাক সদস্যের অন্তর্ভুক্তি;
- নারী, সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়ন এবং দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বরাদ্দ প্রদান ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য

- ডাক্তারদের নিয়মিত উপস্থিতি বৃদ্ধি;
- হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্তকরণ এবং এর ফলে সেবা সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও হয়রানি হ্রাস;
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সনাক সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ও সভা আয়োজন;
- নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত গ্রহণ বন্ধ;
- নারী ও প্রতিবন্ধীদের পৃথক টিকিট কাউন্টার স্থাপন;
- মায়েদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন;
- ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হাসপাতালে ইচ্ছামাফিক প্রবেশ বন্ধ ইত্যাদি।

ভূমি

দুর্নীতির দায়ে কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলী;

উপজেলা খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সনাক সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি।

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

উপকূলীয় অঞ্চলে শত শত ত্রুটিপূর্ণ তথাকথিত ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ সম্পর্কে টিআইবি গবেষণার পর পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে বাসযোগ্য করার চেষ্টা;

জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নরত প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং কর্তৃপক্ষের সরাসরি অংশগ্রহণে গণশুনানির আয়োজন ইত্যাদি।

২০ বছরে টিআইবি'র গবেষণা কার্যক্রম (৩৭১টি)

- জাতীয় সততা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ (২১টি)
- জাতীয় খানা জরিপ (৭টি)
- খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা (৩৪টি)
- সিটিজেনস রিপোর্ট কার্ড (২২৯টি)
- ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং (১২টি)
- কোলাবোরেটিভ অ্যান্ড ক্রস কান্ট্রি গবেষণা (১০টি)
- করাপশান ডাটাবেজ (৪টি)
- ফেলোশিপ (৪টি)
- ফ্যাক্টশিট (৫০টি)

জাতীয় পর্যায়ে টিআইবি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৯টি আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে 'আকস্মিক পরিদর্শন' বৃদ্ধি, প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগ এবং 'অ্যাক্রিডিশেন কাউন্সিল' এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করার জন্য সরকারের 'অ্যাক্রিডিশেন কাউন্সিল অ্যাক্ট, ২০১৬' প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন
- অধস্তন ও উচ্চ আদালতে বিচারকের সংখ্যা এবং বিচারকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, জেলাসমূহকে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার উদ্যোগ এবং বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ হিসেবে 'কেস ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম কমিটি ও মনিটরিং কমিটি' পুনর্গঠন
- পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন: পিএসসি পরীক্ষায় আট সেট প্রশ্নপত্র প্রবর্তন এবং লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত সেট নির্বাচন, প্রশ্নপত্রে এমসিকিউ অংশ কমিয়ে আনা, বিজি প্রেস থেকে অটোমেটিক সিলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র সীল করে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে সরাসরি প্রেরণ
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য 'শ্রমিক কল্যাণ তহবিল' ও প্রত্যেক কারখানার জন্য 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি' গঠন এবং কারখানা পরিদর্শকদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ ও দুর্নীতি বন্ধে 'জবাবদিহিতা কমিটি' গঠন
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ১১টি ঔষধ কোম্পানির ঔষধ বাজারজাতকরণ লাইসেন্স বাতিল, মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ৫১টি ঔষধের নিবন্ধন বাতিল, ৫৮৩৮টি ড্রাগ স্টোর ও ১৪০টি ঔষধ কোম্পানির মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিষিদ্ধ ঔষধ আটক এবং ওয়েব সাইটে তথ্য সংযোজন
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক দুর্নীতি ও অনিয়ম তদারকির জন্য পৃথক সেল গঠন
- ২০১০ সালে বিচার বিভাগে সংঘটিত দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট জুডিশিয়াল কমিটি গঠন, উর্ধ্বতন বিচারকগণের সম্পদের বিবরণ জমা ও রেজিস্ট্রারের অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিটকে কারিগরি সহায়তা দান ও কৌশল শক্তিশালীকরণে সুপারিশ প্রদান এবং এনজিও-দের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কৌশল প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দান
- জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্য পুস্তকে 'দুর্নীতিবিরোধী নিবন্ধ' অন্তর্ভুক্তিকরণ

- সরকারের '৭ম পঞ্চ-বার্ষিকীপরিকল্পনা'-য় জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রকল্প নিরীক্ষা ও গবেষণার সুপারিশের প্রতিফলন
- ২০১০ সালে টিআইবি'র প্রকল্প নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এর অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করে 'ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু গৃহায়ণ প্রকল্প'-র ঘরগুলোর দেওয়াল নির্মাণ এবং পানি সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বাধ্যতামূলক করা
- টিআইবি'র আহ্বানে প্রতি বছরের জাতীয় বাজেটে বিসিসিটিএফ তহবিল প্রদান অব্যাহত রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি যাচাই শুরু
- মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক বিসিসিটিএফ - এর ৩২টি প্রকল্পের বিশেষ নিরীক্ষা সম্পন্ন
- 'পার্লামেন্টওয়াচ' গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন ও 'ডিজিটাল সময় গণনা' পদ্ধতির প্রচলন
- 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪' প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়নে অন্যতম ভূমিকা পালন
- 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

নতুন উদ্যোগ এলাক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক গৃহীত দুর্নীতিবিরোধী একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো এডভোকেসি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাডভাইস সেন্টার (এলাক)। টিআইবি'র উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত এলাক, দুর্নীতির শিকার এবং দুর্নীতি ঘটতে থাকা অবস্থায় উপস্থিত যেকোনো অভিযোগকারীকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় আইনী পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এলাক এর আইনী পরামর্শ গ্রহণ করে স্থানীয় নাগরিকগণ ইতোমধ্যে যেসকল সুফল লাভ করেছে -

- জমি দখল সংক্রান্ত মিথ্যা মামলা থেকে জামিন লাভ;
- প্রাপ্ত খাসজমি ব্যবহারের সুযোগ লাভ;
- সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নারী কর্মীদের 'মাতৃত্বকালীন' ছুটি ভোগ করার সুযোগ লাভ ইত্যাদি।

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে রয়েছে অনেক ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ। টিআইবি সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জনগণের সমর্থনে এক দুর্নীতিমুক্ত ও সুশাসিত বাংলাদেশ গড়তে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০ বছরের এই পথচলায় সকল অংশীজনের সহযোগিতায় এবং সহযোগী হিসেবে টিআইবি তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং আগামীতেও একই ধারায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি বদ্ধপরিকর।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি- ০৫, রোড- ১৬ নতুন (২৭ পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯
ফোন: +৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org,
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

সহযোগিতায়

Embassy of Denmark

EMBASSY OF SWEDEN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UKaid from the British people